দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 ... 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3 ... ...

প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন

ঐ কমিশন গঠনে [illegible] কমিশন নয়—এ কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবায়ন—কথাগুলো বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী [illegible] মহবুবুর রহমান। তিনি গত [illegible] শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউনেসকোর যৌথ [illegible] মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের জন্য আয়োজিত আন্তর্দেশীয় প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রী জানান, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য শীগগিরই একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার নীতিমালার নির্ধারক হবে দেশ ও কাল। অর্থাৎ সমাজ ও সময়ের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণীত হবে এই প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা। দেশের বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনেরাই সম্পৃক্ত হবেন এই কমিশনে। তাদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হলে তা কার্যকর করা হবে অনতিবিলম্বে।

অঙ্গীকার অথবা প্রত্যয় যাই হোক। মন্ত্রীমহোদয়ের এ বক্তব্য মনে স্বস্তি দিয়েছে—আশার সঞ্চার করেছে। শিক্ষা-কমিশন গঠন নয়—গঠনের পরে প্রণীত নীতিমালার রূপায়ণ ঘটবে বাস্তবে—এ সত্যি সুসংবাদ। আমার এ যাবত কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়ন দেখে অভ্যস্ত নই—আমাদের জ্ঞান ঐ কমিশন গঠন পর্যন্ত। দু-এক ক্ষেত্রে সুপারিশগুলোর অংশ বিশেষ জানা গেলেও তার সম্পর্কে আর উচ্চবাচ্য না-শুনেই আমরা ধাতস্থ। এ জন্যই প্রবাদ হয়ে গেছে, সেমিনারের পরিশেষে যেমন ডিনার তেমনি কমিশনের পরিণাম হচ্ছে হিমাগার।

অথচ আজ অবধি কোন কমিশন অযৌক্তিক প্রস্তাব রেখেছেন—এঁকেছেন কাল্পনিক রূপরেখা—এমন কথা শোনা যায়নি। সচরাচর দেশের ধীমান, বুদ্ধিমান, উচ্চ শিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ—এমন সম্প্রদায় নিয়েই বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্টদের শ্রমেই তা এক-একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হয়। পরে এই রিপোর্টের কী হয়, মন্তব্য, মতামত, প্রস্তাব, সুপারিশ—এসব কোথায় যায় এ বড় রহস্যই।

সমস্যা বা সংকটের জটিলতা আশ্চর্য কিছু নয়। পরিবর্তিত সমাজে কোনও কিছুই অনড় নয়। পরিবর্ধনের প্রয়োজনেই পরিবর্তন হতে হয়। তাই আজ যা উত্তম, কাল তা গ্রহণেও কষ্ট হতে পারে, হয়। অগ্রগতি বা বিকাশের প্রধান শর্ত তাই পরিবর্তিত পথের পথিক হওয়া। বর্জনীয়কে চিহ্নিত করে বর্জন করা—নতুনকে দ্বিধাহীন বরণ করা।

এ বরণও যে সর্বাতকরণে গ্রহণ তা নয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই তা গ্রহণ করতে হয়। যাচাইয়ের মধ্য দিয়েই তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। অনেক সময় এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার কিছু বা অনেকটাই বাদ যায়—ক্ষেত্র-বিশেষে সবটাই। কিন্তু তাও বেদনার বা বিস্ময়ের নয়। প্রগতির প্রয়োজনেই আবার নতুন করে প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হয়।

কিন্তু কমিশনগুলোর রিপোর্ট নিয়ে সে অবকাশও বা কোথায়? বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে আবার ভুল-ভ্রান্তির মাধ্যমেই সংশোধনের পথ খুলে যায়। অর্থাৎ কাগজে কলমে যা প্রস্তাব হয়ে আসে। বাস্তবে রূপ না দিলে তার যথার্থ নিরূপণের উপায় থাকে না।

এসবই জানা কথা। তবুও কেন যেন না-জানার ভান করা। আপন কক্ষ পথে পৃথিবী অবিরাম আবর্তিত হয়, সময় গড়িয়ে যায়। শুধু আমাদের চিরাচরিত মানসিকতাটিই বুঝি পাল্টানোর নয়। নতুনকে আবাহনে যেন বড় ভয়। যা প্রচলিত, যা চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে, শত সমালোচনার মধ্যেও তা-ই ধরে রাখা চাই। কালের বিচারে এর নাম পিছিয়ে থাকা।

কমিশন গঠনের সংবাদ তাই চমক দেয় না আর, যেন এটি একটি সহজ অংক—যার ফলাফলে চমক নেই। কমিশন সম্পর্কে জনমানসের এই অনাস্থার দায় কিন্তু কমিশনের নয়।

এ কারণেই শিক্ষামন্ত্রীর উক্তি তাৎপর্য বহন করছে বিশেষ ভাবে। তিনি জানিয়েছেন, এবার হবে। কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ পালনের সুব্যবস্থা হবে—নীরবতা অথবা গাফেলতি আর নয়।

প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনের সম্ভাব্য সুপারিশ—নীতি নিয়ে আলোকপাত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। এর কয়েকটি দিক হবে এরকম: এক, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকতর করা। দুই, মাধ্যমিক শিক্ষাকে ভবিষ্যত বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা। তিন, শিক্ষাকে উচ্চতর পর্যায়ে বৈচিত্র্যময় করে তোলা। চার, কারিগরি শিক্ষার বিকাশকল্পে জেলা পর্যায়ে পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। পাঁচ বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেয়া।

অর্থাৎ শিক্ষার বিন্যাস এমন ভাবে ঢেলে সাজানো যার ফলে শিক্ষার্থীর সুপ্ত সৃষ্টিশীল দিকটির প্রতিফলনে প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হতে পারে।

শিক্ষার মান যে ক্রমেই অবনতির দিকে এ সত্যও তাঁর আলোচনায় এসেছে। তিনি বলেছেন, শিক্ষার্থীর গুণগত মান উন্নয়ন সরকারের লক্ষ্য। এ মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে একমাত্র উন্নত- [illegible] প্রযুক্তি তিনি [illegible] পরীক্ষা [illegible] প্রশ্নপত্রের ও ব্যবকৌশ- [illegible] উল্লেখ করেছেন। [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সরকার [illegible]। তিনি জানিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন—সংস্কারের লক্ষ্যের মতই সংস্কারের পদক্ষেপও হবে দৃঢ়। শিক্ষাকে সম্প্রদায় বিশেষের কাছে সুলভ করে বৃহত্তর অংশের কাছে মহার্ঘ্য করে রাখা হবে না। সকল বাবা-মার সন্তানই দেশের সম্পদ এবং সকল সন্তানেরই মনন, মেধা ও প্রতিভার সমান মূল্যায়নের ব্যবস্থা হবে। গোলাপ তার সৌন্দর্য ও সুরভি নিয়ে সকলের জন্যই ফোটে—এখানে বৈষম্যসৃষ্টি অমানবিক।

শিক্ষার সামগ্রিক বিন্যাস মানুষের দীর্ঘকালের চাওয়া। কুশিক্ষার নিরসন, অশিক্ষার অবসান সকলেরই সুচিন্তিত প্রার্থনা। সকলেই বিশ্বাস করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তন আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

এ বিশ্বাস ও এ চাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু যেখানে শিক্ষার নৈরাজ্য ও হতাশাব্যঞ্জক দিক সম্পর্কে সকলে সচেতন, সেখানে মাত্র কিছুসংখ্যক-ই যেন চৈতন্যহীন। একারণেই শিক্ষা আজ অবধি প্রাণহীন। গুণেমানে ও পার্সেন্টেজের বিচারে শিক্ষার অবস্থা মর্মান্তিক। শিক্ষিতের হার অনেক দিন ধরেই স্থির বিন্দুতে। স্থির বিন্দুতেও সম্ভবত নয়। কারণ ও হিসাব কাজীর গরুর। প্রকৃত চিত্রটি সম্ভবত পেছনমুখী।

এমন পট ও প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্যে আনন্দিত হওয়ার ও সে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গত কারণ আছে। শিক্ষার বর্তমান দীনদশা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিশৃংখলা সকলের কাছেই বেদনার হয়ে উঠেছে।

—হোসনে আরা শাহেদ